সপ্তাহের ব্যবধানে সব্জীর দাম বেড়েছে কেজিতে ১৫ টাকা

এক সপ্তাহের ব্যবধানে সব্জী ভান্ডারখ্যাত মেহেরপুরের বাজারে দাম বেড়েছে সব ধরনের সব্জীর। পাইকারি বাজার দর কেজি প্রতি সব্জীতে দাম বেড়েছে প্রায় ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত। আর ভোক্তা পর্যায়ে বেড়েছে ১৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত।

তবে, মাত্র ১ দিনের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি ১৫ থেকে ১৭ টাকা। মেহেরপুরের সব্জীর বড় পাইকারি মোকাম মেহেরপুর ও গাংনীর সব্জীর বাজার ও গাংনী খুচরা বাজারে ঘুরে এ তথ্য জানা গেছে।

মেহেরপুর সব্জীর বাজারে চাষী পর্যায় থেকে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে মঙ্গলবার জেলার খুচরা বাজারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সবজির দাম বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে। ফলে নাভিশ্বাস বেড়েছে সাধারণ ক্রেতাদের।

মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে মেহেরপুর কৃষক ও আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পাইকারি পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে কাঁচা মরিচ, শসা, বেগুন, করলা ও পটোলের।

গতকাল মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকালে মেহেরপুর কাঁচা মালের আড়ৎ ঘুরে দেখা গেছে, করলা কেজি প্রতি ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, ঝিঙা ৩০ থেকে ৩৫ টাকা, লাউ পিচ প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকা, পটোল ২৫ থেকে ৩০ টাকা, পেঁপে ১০ থেকে ১৫ টাকা, কলা ২৫ থেকে ৩০ টাকা, লাল শাঁক ২০ থেকে ২৫ টাকা, পুঁই শাক ১৫ থেকে ১৭ টাকা, বেগুন ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, ফুল কপি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বাঁধা কপি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, মুলা ২৫ থেকে ৩০ টাকা, বরবটি ২৫ থেকে ৩০ টাকা, কচুমুখি ৩৫ টাকা ও কাঁকরোল ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে।

এক সপ্তাহ আগে প্রতি কেজি করলা ৩০ টাকা, শসা ২০ টাকা, বেগুন ৩০, পটোল ২০, কাঁচা মরিচ ২০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল।
বেশি দামে কাঁচা মরিচ বিক্রি করতে পেরে খুশি সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের শাহানুর রহমান। তিনি জানিয়েছেন গতকাল ১৫ কেজি মরিচ বিক্রি করেছি ৩৫ টাকা কেজি দরে। আজকে বিক্রি করলাম ৫২ টাকা কেজি দরে।

রায়পুরে গ্রামের কৃষক সমসের আলী বলেন, ‘এক সপ্তাহ আগে খেত থেকে শসা তুলে বিক্রি করেছি ৩০ টেকা কেজি, আজ বিক্রি করলাম ৪০ টেকা কেজি।

সিরাজগঞ্জের আড়ত ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি প্রতিদিন মেহেরপুর কাঁচা মালের আড়ত থেকে বিভিন্ন সব্জী কিনে আমার এলাকায় ট্রাক ভর্তি করে পাঠাচ্ছি। আমার এলাকার তুলনায় এখান থেকে সব্জী কম দামে পেয়ে থাকি। তাই এখান থেকে সব্জী কিনে আমি ঢাকা কারওয়ান বাজার ও চিটাগাঙে পাঠিয়ে থাকি। গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে বিভিন্ন সব্জী ১০ থেকে ১৫ টাকা কেজিতে বেড়েছে।

একই কথা জানালেন ঢাকার কারওয়ান বাজারের আড়ত ব্যবসায়ী আমিরুল ইসলাম ও নজরুল ইসলাম।
তারা বলেন, মেহেরপুরের সব্জীর মান ভাল। তাই এখানকার সব্জী আমাদের এলাকার মানুষের কাছে চাহিদাও রয়েছে। নজরুল আরো বলেন, দেশের অন্যান্য জেলাতে সব্জী সেই ভাবে উৎপাদন হয়নি এবছর। তাই ঢাকার আড়তদাররাও এখন মেহেরপুর জেলা থেকে সব্জী কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।

মেহেরপুর কাঁচা বাজারের আড়ত ব্যবসায়ী আরাফাত ভান্ডারের স্বত্ত্বাধিকারী আবু ইমাম বলেন, বাইরের ব্যবসায়ীদের চাপের কারণে মেহেরপুরে সব্জীর দাম বেড়েছে। বন্যাসহ নানা কারণে, অন্য জেলায় এবছর সব্জীর আবাদ কম হয়েছে। তিনি বলেন, মেহেরপুর এবং যশোর বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সব্জী চাষ হয়। এছাড়া অন্যান্য জেলাতে সব্জী নষ্ট হওয়ার কারণে মেহেরপুরের সব্জীর উপর চাপ বেশী হচ্ছে।

বাদশা বাণিজ্যলায়ের স্বত্ত্বাধিকারী মিজানুর রহমান বলেন, জেলার সব্জী জেলার মানুষের জন্য বিক্রি করা গেলে দাম হাতের নাগালে থাকতো। বাইরে চলে যাওয়ায় বিভিন্ন সব্জীর দাম বেড়েছে।

এদিকে পাইকারি আড়তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একবার হাতবদলের পর সবজির দাম বেড়েছে খুচরা বাজারেও।

মঙ্গলবার গাংনী বাজারে গিয়ে দেখা গেছে, সব ধরনের সবজির দাম কেজিতে গড়ে ২০ টাকা বেড়েছে। গাংনী খুচরা বাজারে মঙ্গলবার প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ৮০ টাকা, বেগুন ৬০, পটল ৪০, করলা ৬০, ঢ্যাঁড়স ২৫, চিচিঙ্গা ৩০, পেঁপে ২৫ থেকে ৩০ টাকা, মুলা ৩৫, কাঁকরোল ৪৫, লাউ ২৫ টাকা, শসা ২৫ টাকা, কচুমুখি ৬০, শসা ৩৫, মিষ্টিকুমড়া ৩৫, এবং চাল কুমড়া প্রতি পিচ ৩০ টাকা, পেয়াজ ৪০ টাকা কেজি, আলু ৩৫

টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে।

বাজারে এক সপ্তাহের ব্যবধানে দাম বেড়েছে সব ধরনের শাকেরও। এক সপ্তাহ আগে ৩০ টাকা কেজি দরের লালশাক একলাফে ৩ আটি (আধা কেজি) ২৫ টাকা, সেমতে কেজি প্রতি ৫০ টাকা, ২০ টাকা কেজি দরের লাউশাক ও কলমি শাক ৩৫ টাকা, ২০ টাকা কেজি দরের পুঁইশাক ৩০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে।

গাংনী বাজারের ক্রেতা আরজ আলী, এসএম সেলিম বলেন, গত সপ্তাহেও সব্জীর দাম কিছুটা সহনশীল ছিল। আজকে মনে হচ্ছে সব্জীর বাজার আগুন। সব সব্জীর দাম বেড়েছে কেজিতে ১০ থেকে ১৫ টাকা।

গাংনী বাজারের আরেক ক্রেতা সুফিয়া আক্তার ও সামসুন্নাহার বলেন, বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে সব্জী থাকলেও দাম নাগালের বাইরে। যে টাকা নিয়ে বাজারে এসেছিলাম, সেই টাকায় কিছুই হয়নি। তাই সব্জী বাজার অল্প অল্প করতে হয়েছে।

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আবু হানিফ বলেন, মেহেরপুরে কাঁচামালের কোনো ঘাটতি নেই। জেলায় পর্যাপ্ত পরিমান কাঁচা মালের উৎপাদন হয়েছে। বন্যার কারণে, দেশের অন্যান্য জেলাতে পর্যাপ্ত সব্জী বা কাঁচা মালা উৎপাদন হয়নি এবার। ঢাকা, চিটাগাং, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের আড়ত ব্যবসায়ীরা আগের দিন মেহেরপুরে এসে বিভিন্ন হোটেলে থাকছেন। সকালে চাষীরা কাঁচামাল নিয়ে আসার সাথে সাথে তারা উচ্চমূল্যে মাল কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। এজন্য মেহেরপুরের কাঁচা মাল মেহেরপুরের মানুষ পাচ্ছেনা।

দামুড়হুদায় বালাই নাশক বিক্রেতাদের সাথে সীড কেয়ারের মতবিনিময়

দামুড়হুদায় বালাই নাশক ও খুচরা বীজ বিক্রেতাদের সাথে সীড কেয়ারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে উপজেলা ব্র্যাক অফিসের সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সভাপতি মিনহাজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথী ছিলেন, উপজেলা কৃষক সংগঠনের সভাপতি সামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথী ছিলেন, উপজেলা উপসহকারী কৃষি অফিসার জালাল উদ্দীন,সীড কেয়ারের পরিচালক মোহাম্মদ জুয়েল,জেনারেল ম্যানেজার রেজাউল ইসলাম ও ডিভিশনাল ম্যানেজার শাকিল আহাম্মেদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সভাপতি আব্দুর রব।সভায় বক্তারা টারজার-৫৫ জাতের ভুট্টার ফলন ও চাষ সর্ম্পকে ব্যাপক আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে উপজেলার শতাধিক বালাই নাশক ও বীজ বিক্রেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বালাই নাশক সমিতির সাধারন সম্পাদক আজিজুর রহমান।

গাংনীতে এসিআই মোটরস এর সোনালিকা ডে ও মতবিনিময় সভা

এসিআই মোটরস এর আয়োজনে গাংনীর বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে সোনালিকা ডে- ২০২২ এর বার্ষিক সার্ভিস ও মতবিনিময় সভা।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসিআই মটরস এর সিনিয়র রিজিওনাল ম্যানেজার যশোর রিজিয়ন আব্দুল্লাহ আল মামুন এর সভাপতিত্বে এবং এসিআই মটরস এর সিনিয়র ট্যারিটরি ম্যানেজার মাহফুজুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইটিএল ইন্ডিয়া এর সার্ভিস হেড বাংলাদেশ মিঃ দিপেন্দু রায়।

কুষ্টিয়ায় ভেজাল গুড়ের কারখানায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান ও জরিমানা

আখের গুড়ের সাথে চিনি, আটা, হাইড্রোজ, ফিটকারি, সোডা, চুন, ডালডাসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রাতের আঁধারে তৈরি হচ্ছে নকল আখের গুড়।

গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় এমনিই দুইটি কারখানায় অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে (২১ সেপ্টেম্বর) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার খোকসায় এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া কার্যালয় সুত্রে জানা যায়, খোকসা উপজেলা সদরের ডাকবাংলো মোড়ে দিলীপ ট্রেডার্স ও কালিবাড়ি রোডস্থ মাতৃ ভান্ডার নামের ভেজাল আখের গুড় তৈরির কারখানায় অভিযান চালানো হয়। নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর অংশ হিসাবে ভোক্তাদের প্রতারক,খাদ্যের ভেজাল মিশ্রিত ও জেনে-বুঝে মানুষের জীবননাশে ভেজাল খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণের অপরাধে নিত্যগোপাল এর দোজালিতে অভিযানে দেড় লাখ টাকা ও দীলিপ ট্রেডাস কে ১ লাখ টাকা মোট আড়াই লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি বেশকিছু মালামাল ধংস করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় খেজুর গুড় তৈরিতে সুনাম রয়েছে। এই গুড় স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। আর এই সুনামকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল গুড় তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করছে।

তিনি আরও জানান, এই নকল গুড়ে এমন সব রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানবদেহের জন্য মারাত্মাক ক্ষতিকর। এই গুড় খেলে দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাসহ তৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়

মৃত্যুও হতে পারে। আর এই নকল গুড় তৈরিতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। কারখানা গুলো একেবারে বন্ধ করতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হবে বলেও জানান তিনি।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা সেনেটারী ইন্সপেক্টর সুলতানা রেবেকা ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষ’র নমুনা সংগ্রহকারী শান্তনা পারভীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর শহরে আপন জুয়েলার্সের চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন দুজন আটক

মেহেরপুুর শহরের আপন জুয়েলার্সের দূর্ধর্ষ চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন দুইজনকে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

এরা হলেন শহরের মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে রাজন ইসলাম (৩৫) ও শহরের হালদারপাড়া এলাকার ঝন্টুর ছেলে রাজিব।

আজ মঙ্গলবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

মেহেরপুর সদর তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে এই দুজনকে আটক করেন।

মেহেরপুর সদর তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদ বলেন, মামলায় জড়িত সন্দেহে তাদের দুজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা কোনো তথ্য দেইনি। তবে তাদেরকে আজকেই দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। মামলার স্বার্থে তাদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হবে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতের কোনো এক সময়

সংঘবদ্ধ চোরের দল তিন তলা বিল্ডিং এর উপর থেকে নিচে নেমে আপন জুয়েলার্সের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে ঢোকে। পরে দুটি সিন্দুক ভেঙ্গে প্রায় ৩০ ভরি স্বর্ণ, ১০০ ভরি রোপ্য ও নগদ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

এঘটনায় আপন জুয়েলার্সের মালিক মহাদেব কুমার পাত্র বাদি হয়ে ৩৮০/৪৫৭/৪৬১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নং ২৮, তারিখ ১৭-০৯-২০২২ ইং।

মেহেরপুর শহরে জুয়েলারী দোকানে সিধেঁল কেটে দুধর্ষ চুরি, টাকা স্বর্ণ ও রুপা লুট

মেহেরপুর শহরের কাঁশারীবাজার এলাকার আপন জুয়েলার্সে দুধর্ষ সিধেঁল চুরির ঘটনা ঘটেছে। আপন জুয়েলার্সের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে চোরের দল।

এতে ২৫ থেকে ৩০ ভরি স্বর্ণ, ১০০ ভরি রুপা ও নগদ দুই লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে বলে দাবী করেছেন জুয়েলার্সের মালিক মহাদেব কুমার পাত্র।

শুক্রবার দিবগত রাতের কোনো এক সময় (আজ শনিবার (১৭ সেপ্টেম্বর ভোররাত পর্যন্ত)এই চুরির ঘটনা ঘটেছে।

আপন জুয়েলার্সের স্বতাধিকারী মহাদেব কুমার পাত্র ও শংকর কুমার পাত্র বলেন শুক্রবার দিবাগত রাত ৯ টার দিকে আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়।

আজ শনিবার সকাল ৯ টার দিকে দোকান খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি সব কিছুই তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। দুইটি সিন্দুক ভেঙ্গে ২৫/৩০ ভরি স্বর্ণ ও ১০০ রুপাসহ নগদ ২ লাখ টাকা নিয়ে গেছে।

চোরের দল দোকানো লাগানো তিনটি সিসি ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলেছে।

তারা সিসি ক্যামেরারর ভিভিআরটি নিয়ে গেছে।প্রায় অর্ধকোটি টাকার স্বর্ণ ও রুপা নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি।

ধারণা করা হচ্ছে, ওই মার্কেটের দ্বিতীয় তলা থেকে নিচে নেমে এসে দোকানের একটি দেয়াল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে চোরের দল।

খবর পেয়ে শনিবার সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, সাধারন সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন, জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন ঘটনাস্থলে আসেন।

জুয়েলারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোমিন বলেন, মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই জুয়েলারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি। সারারাত পুলিশ এই বাজারে ডিউটি করেন। অথচ, এর মধ্যেই এই দুধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটলো। এর আগেও বাজারে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবী জানান, বাজারটিতে পুলিশের টহল বাড়ানো এবং এই ঘটনাটির সাথে জড়িত চোরদের খুটে খুটে বের করে এনে আইনের আওতায় আনা।

এদিকে খবর পেয়ে মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) মো: জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম ও র্যাবের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এছাড়া জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার (এসপি) মোঃ রাফিউল আলম বলেন, চুরির ঘটনায় বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি সর্ব্বোচ্ছ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে পুলিশ।

কেরুর আওতায় ৭ হাজার একর জমিতে

আখচাষের লক্ষ্য মাত্রা

সরকার আখের মুল্য বৃদ্ধি করায় দর্শনা কেরু চিনিকল সহ এলাকার প্রান্তিক চাষীরা আখচাষে ঝুকে পড়েছে। ২০২২-২৩ রোপন মৌসুমে ৭ হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষমাত্রা নিয়ে কেরু চিনিকল কর্তৃপক্ষ মাঠে নেমেছে।

চিনিকলের কৃষি বিভাগ জানায়, গত ১ সেপ্টেম্বর রোপন মৌসুম শুরুর পর স্ব স্ব এলাকার চাষীরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা নিয়ে নিজ নিজ জমিতে আখ রোপন করতে দেখা গেছে। মৌসুমি বৃষ্টি জনিত কারনে গত ৪/৫ দিন আখ রোপন সম্ভব না হলেও গত এক সপ্তাহের ব্যাবধানে প্রায় পৌনে দু‘শ বিঘা জমিতে আখ রোপন ও বীজতলা করা হয়েছে। মিলজোন এলাকার বড় আখচাষী মো তৈয়ব আলি জানান গত বছর একমন (৪০কেজি) আখের মুল্য ছিল ১শ৪০ টাকা এবার ১শ ৮০ টাকা।এ জন্য আমি এবার ২৫ থেকে ৩০ বিঘা জমিতে ভাল ও উন্নত জাতের আখচাষ করবো।

মিলের জি এম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুঁইয়া গত মঙ্গলবার জানান এ বছর চিনিকলের খামারে ১হাজার ৫৫৯ ও চাষীর জমিতে ৫হাজার ৫৪১ একর। মোট ৭হাজার একর জমিতে আখচাষের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। তিনি বলেন সরকার দেশের মানুষ ও সাধারন চাষীদের স্বার্থে একমন আখের মুল্য মিলগেট এলাকায় ১শ ৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১শ ৮০ টাকা, বহিঃকেন্দ্রে(সেন্টারে) ১শ৩৭ থেকে ১শ৭৬ টাকা করেছে।তা ছাড়া আসন্ন মাড়াই মৌসুম চালুর পর জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখ থেকে ১৫ দিন পরপর কুইন্টাল প্রতি ৫ টাকা হারে ৫ বার মুল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

যদি ফাউন্ডেশন বা রেজিস্টার বীজ ক্ষেত হয় তাহলে মিলে আখ সরবরাহ যোগ্য আখের চাইতে বীজ আখ কুইন্টাল প্রতি ৮ টাকার স্হলে ১০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। তিনি জানান, গত বছর কেরুর নিজস্ব জমিতে দন্ডায়মান আখ ছিল ১হাজার ৫০ একর, চাষীর দন্ডায়মান আখছিল ৪হাজার ২শ৩০ একর।

যা গত বছরের চাইতে এ বছর প্রায় ২ হাজার একর জমিতে বেশী আখচাষের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। মিলের আখচাষী কল্যান সমিতির সভাপতি আঃ হান্নান ও সাধারন সম্পাদক আঃবারি বলেন আখের মুল্য কিছুটা হলেও বেড়েছে, যার জন্য আখচাষ বাড়বে তবে চিনির বিক্রয় মুল্য বাড়িয়ে আখের মুল্য আরো একটু বাড়ানো দরকার। জি এম (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিন, বলেন আমরা উন্নত জাতের ও চিনি

সমৃদ্ধ আখ চাষের উপর জোর দিয়েছি।যাতে করে চাষী ও মিল উভয়ই লাভবান হতে পারে। চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মো মোশারফ হোসেন বলেন ইতি মধ্যে আখের মুল্য বৃদ্ধি পাওয়াই আখচাষীদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়েছে ও আখের বীজতলা তৈরি প্রস্তুত বেড়েছে, আশা করা হচ্ছে এ বছর বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন এর নির্ধারিত টারগেট (ল্ক্ষমাত্রা) পুরন করতে সক্ষম হবো।

তিনি আরও বলেন, এ অচ্ঞলের চাষীরা আখ লাগালে সরাকারী ভাবে যে সারের রেট ২২ টাকা কেরু দিচ্ছে ১৬ টাকা যাতে করে কেরু চিনিকলটি সচল ভাবে চলে।এবং লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

হালাল ফুডের উদ্যোক্তা মেহেরপুরের পল্লব

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে মোঃ পল্লব হোসেন।

বর্তমানে তিনি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ইন এগ্রো প্রোসেস এন্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যায়নরত। করোনাকালীন সময়ে দেশ যখন স্থবির হয়ে গেছিলো,, করোনা মহামারী যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিলো তখন পল্লব এর ভার্সিটি বন্ধ ছিলো, ছিলো না কোনো টিউশনি। কিছু একটা করা লাগবে এই ভেবে শুরু করে দেয় ছোট পরিসরে অনলাইন বিজনেস। যার মুল প্রেরণা ছিলো তার স্ত্রী। তিনিও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তার কিছু শুভাকাঙ্খী।
যেহেতু ফুড নিয়ে পড়াশোনা তাই ফুড নিয়েই বিজনেস করা শুরু করে এবং নিরাপদ খাদ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াসে কাজ চালিয়ে যায়।

তার প্রোডাক্ট সমুহ প্রাকৃতিক চাকের মধু, লিচু ফুলের, কালো জিরা ফুলের, সুন্দরবন এর খলিশা ফুলের মধু, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হানিনাট, ড্রাই ফ্রুটস, ঘি, বিভিন্ন শরবত আইটেম, বিভিন্ন বাদাম, ছাতু, খেজুর, সরিষার তেল ও সিজনাল ফল।
সব সময় সে নিজে থেকেই সংগ্রহ করার চেস্টা করে অন্যথায় নিজেদের

লোক উপস্থিত থাকে।বর্তমানে সে তার নিজ খরচ চালিয়ে ধীরে ধীরে বিজনেস টা বড় করার চেষ্টা করতেছে,,,তার প্রোডাক্ট সারা বাংলাদেশ এ কুরিয়ার এর মাধ্যমে দিয়ে থাকে,সাথে অফলাইনেও সেল দিয়ে থাকে যশোর শহরে।

দেশ ছেড়ে দেশের বাইরেও তার প্রোডাক্ট চলে গেছে, এবং সুনামের সাথে বিজনেস করে যাচ্ছে।বর্তমানে তার বেশ কয়জন রিসেলার আছে যারাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারা পাইকারি মধু সহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে সেল দিয়ে থাকে। বর্তমানে সে প্রতি মাসে ১০০ এর উপর এ ডেলিভারি দিয়ে থাকে।

ফেসবুক এ HALAL FOOD BD নামে একটা পেজ ও গ্রুপের মাধ্যমে সে বিজনেস পরিচালিত করে। এখন সে স্বাবলম্বী তার মাসিক বিক্রি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা।

মেহেরপুরে ব্যবসায়ীর দোকানোর সামনে থেকে ৪টি ককটেল উদ্ধার

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর গ্রামের সার ব্যবসায়ীর গোডাউনের সামনে থেকে ৪টি ককটেল উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালের ১০ টার দিকে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের পিটুলিতলা নামক এলাকার একটি সার কীটনাশকের দোকানের সামনে থেকে একটি শপিং ব্যাগের মধ্যে রাখা ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। ককটেলগুলো লাল টেপ মোড়ানো বলে জানান সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম।

সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, রাধাকান্তপুর গ্রামের ব্যবসায়ী টুটুল মিয়ার সার ও কীটনাশকের দোকানের সামনে একটি শপিং ব্যাগ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে ব্যাগের মধ্যে লাল কসটেপ দিয়ে মোড়ানো ৪টি ককটেল দেখে থানা পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে পুলিশ বোমাগুলো উদ্ধার করে পানি বোঝায় বালতির মধ্যে

নিয়ে থানায় নিয়েছে। এগুলো আদৌ ককটেল কিনা সেটাও ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তিনি বলেছেন, ভয়ভীতি দেখানোর জন্য এলাকার কিছু খারাপ মানুষ এগুলো ওই ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে পুলিশ বিষয়টি নজরে নিয়েছে।

কুড়ালগাছির চণ্ডিপুরে অবৈধভাবে সার বিক্রির অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার চন্ডিপুর বাজারে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে সার বিক্রির বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই রাসায়নিক সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। কোনো প্রকারের লাইসেন্স ছাড়াই এসব রাসায়নিক সার বিক্রি করলেও অজানা কারণে প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ রয়েছে নীরব ভূমিকায়।

কৃষকদের অভিযোগে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর বাজারে রাসায়নিক সার বিক্রির বৈধ কোনো অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন দীর্ঘ দিন যাবত সার বিক্রি করে আসছেন। লাইসেন্স ছাড়া সার বিক্রিসহ তার বিরুদ্ধে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত মূল্যর চাইতে বেশী মূল্যে বিক্রির অভিযোগও রয়েছে । এছাড়াও তিনি কোন কৃষককে সার বিক্রির মেমোও দিতে চান না। আর যদি কোন কৃষককে মেমো দিলেও সারের পরিমান ও দাম উল্লেখ করেন না।

এ বিষয়ে উজ্জ্বল ট্রেডাসের মালিক উজ্জ্বল হোসেন বলেন, সার বিক্রির আমার কোনো বৈধ লাইসেন্স নেই। শুধু আমারই না অনেকেই বৈধ লাইসেন্স নেই। তবে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছি।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমরা বিষয়টি দেখবো।’

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম বলেন,